প্রিয় নবী ﷺ এর যবানে
হযরত আলী رضي الله عنه এর শান

12-March - 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

প্রিয় নবী ﷺ এর যবানে হযরত আলী رضي الله عنه এর শান

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি..... 5
মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিনয়ী ও নম্রতা..... 7
মানুষের হক আদায় করুন! 8
হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিত..... 8
(১) আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা 9
না'দে আলীর বরকত..... 11
(২) হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখা ইবাদত..... 13
হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক আমল..... 13
(৩) আলীকে ভালোবাসা ঈমানের আলামত 14
শুধুমাত্র সত্যিকার ভালোবাসায় প্রকৃত ভালোবাসা..... 15
(১) হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার প্রথম দাবি..... 16
কখনোই পিপাসা না লাগার অনন্য রহস্য 17
(২) হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসার দ্বিতীয় দাবি..... 19
১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক ইজতিমা 21
রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ 22
ঘোষণা..... 22
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 23

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 23
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 23
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 24
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 24
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 24
(৬) দরূদে শাফায়াত: 25
(১) এক হাজার দিনের নেকী 25
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 25
রোযা ভঙ্গের অবশিষ্ট কারণসমূহ 26
শবে কদরের দোয়া 26
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 28
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 29
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 31
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 31
মাসিক ৪টি নেক আমল 32
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 32
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 32

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে আমার উপর এক দিনে এক

হাজার (১০০০)বার দরুদ শরীফ পড়বে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না সে জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নেয়।

(আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৬, হাদিস: ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি

হযরত আল্লামা মুহিব উদ্দিন ত্বাবারি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন, যেটার সারমর্ম হলো এটাই যে, মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের যুগ ছিল, একদিন তিনি বাজারে গেলেন, তিনি দেখলেন যে, এক মহিলা দাঁড়িয়ে কান্না করছে, মাওলায়ে কায়েনাত,

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে বলল, আমি হলাম দাসী, আমি অমুক দোকানদার থেকে কিছু খেজুর কিনেছিলাম কিন্তু আমার মালিকের ওই খেজুর পছন্দ হয়নি আর তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন, এখন দোকানদার সেই খেজুর গুলো ফেরত নিচ্ছে না, এই কারণে আমি চিন্তিত। হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খেজুর বিক্রেতার কাছে ওই মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন এবং বললেন: খেজুরগুলো ফিরিয়ে নাও আর এই বেচারির দিরহাম তথা টাকা ফেরত দাও, সে তো দাসী, নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই বিনয়ী ছিলেন, যেভাবে আজকাল হয়ে থাকে যে, বাদশাহ কোথাও গেলে তো সম্পূর্ণ প্রটোকলের সাথে যায়, সাথে সিকিউরিটি গার্ড থাকে, হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে এমন কোন প্রটোকল ছিল না, তিনি সাধারণ মানুষের মতো বাজারে এসেছিলেন, অথচ খেজুর বিক্রেতা তাঁকে চিনতে পারেনি। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন ওই মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন তখন দোকানদার مَعَاذَ اللّٰہ হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ধাক্কা দিল। মানুষ যখন এই দৃশ্য দেখল তখন দোকানদারকে বলল, তুমি কি জানো যাকে তুমি ধাক্কা দিয়েছো তিনি কে? বলল, না, আমি জানি না। লোকেরা বলল, তিনি হলেন আমিরুল মুমিনীন হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم। এবার লোকটি ভয় পেয়ে গেলো আর সে তাড়াতাড়ি ওই মহিলার কাছ থেকে খেজুরগুলো ফিরিয়ে নিল এবং তার দিরহাম ফিরিয়ে দিল এবং হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো: হুযুর! আমি চাচ্ছি যে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। মাওলায়ে কায়েনাত হযরত মাওলা আলী

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: যদি আমার সন্তুষ্টি চাও তবে মানুষের যথাযথ হক আদায় করো। **(ফাযায়িলে সাহাবা লি আহমদ ইবনে হাম্বল, অংশ ২, পৃ:৬২১, হাদিস: ১০৬২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শিক্ষনীয় ঘটনায় আমাদের শিখার অনেক মাদানী ফুল রয়েছে। সর্ব প্রথম তো এটা দেখুন যে, হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم কেমন বিনয়ী লোক ছিলেন। তিনি হলেন আমিরুল মুমিনীন, মুসলমানদের খলিফা, এতদসত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতো কোন ধরনের প্রটোকল ছাড়াই বাজারে চলে যেতেন, এরপর এই বিষয়টিও গভীরভাবে লক্ষ্য করুন যে, ওই লোকটি অজ্ঞতা বশত তাঁকে مَعَاذَ اللّٰہ ধাক্কা দিয়েছে, এটা বিয়াদবিমূলক আচরণ ছিল, এতেও তিনি ওই লোকটিকে কোন শাস্তি দেননি।

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিনয়ী ও নম্রতা

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আল্লাহ পাক আমাদেরকেও বিনয়ী ও নম্রতার দৌলত দান করুক। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁর খিলাফতের যুগে আমিরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও বাজারে চলে যেতেন, সেখানে কারো কোন জিনিস পড়ে গেলে তিনি তা নিজ হাতে উঠিয়ে দিতেন, কোন মানুষ রাস্তা ভুলে গেলে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতেন, কেউ ভারী আসবাবপত্র উঠালে তাকে আসবাবপত্র উঠাতে সহযোগিতা করতেন। **(রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ:১৮৭,সংখ্যা, ১৬৫২)** হায়! আমরাও যদি বিনয়ী হই, পদবী পেয়ে গেলে, বড় নেতৃত্ব পেয়ে গেলে, আমরা সম্পদশালী হয়ে গেলে তো এর দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা অহংকারের স্বীকার হয়ে যাব। গরীবদের দেখে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করব, না না, এমনটি কখনোই করবেন না, আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকে সাহায্য করতে হবে, মানুষের কাজে আসতে হবে,

গরীবদের সাহায্য করতে হবে। আমাদের সমাজে তো মানুষেরা নিজের কাজ নিজে করতে লজ্জা করে । হায়! মাওলায়ে কায়েনাত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকা আমাদেরও যেন বিনয়ী ও নম্রতার দৌলত নসীব হয়ে যায়।

মানুষের হক আদায় করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় মাদানী ফুল যেটা এই ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পেরেছি, সেটা হলো, হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم খেজুর বিক্রেতাকে বললেন: তুমি যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাও তবে মানুষের হক আদায় করো। এর দ্বারা জানা গেলো যে, মানুষের হক আদায় করা অনেক বড় ফযিলত ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের সকলের উচিত যে, বান্দার হক যথাযথ আদায় করা। মা-বাবার হকও আদায় করা। ভাই বোনেরও হক রয়েছে, প্রতিবেশীরও হক রেখেছে, বন্ধু বান্ধবেরও হক রয়েছে, মহল্লাবাসীদেরও হক রয়েছে, দোকানদারেরও হক রয়েছে, গ্রাহকেরও হক রয়েছে, এই সকল লোকদের হক আদায় করতে হবে اِنۡ شَآءَ الله। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুসলমানের চতুর্থ খলিফা, তিনি ১৩ই রজবুল মুরাজ্জবে মক্কায়ে মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। ১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। **(কারামতে শেরে খোদা, পৃঃ ১২)** তাঁর মা তাঁর নাম হায়দার রাখেন এবং তাঁর বাবা তাঁর নাম রাখেন আলী।

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে আসাদুল্লাহ উপাধীতে ভূষিত করেন। আসাদুল্লাহর অর্থ শেরে খোদা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সিংহ। **(মিরাতুল মানাজিহ, খন্ড ৮, পৃঃ ৪১২)** হযরত মাওলা আলী মুশকিল কুশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ২১ রমযানুল মুবারক শাহাদাত বরণ করেন। **(কারামাতে শেরে খোদা, পৃঃ১৩)**

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান ও মর্যাদা প্রসঙ্গে কিছু হাদিসে মুবারকা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

(১) আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা

বিদায় হজ্বের সময় (আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে মুবারকায় যে শেষ হজ্ব করেছেন, সেটাকে হুজ্জাতুল বেদা বলা হয়) এরই প্রেক্ষিতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হজ্ব আদায় করার পর মদীনা শরীফে ফিরে যাচ্ছিলেন,পথিমধ্যে একটি জায়গা পড়ে যেটাকে গাদীরে খুম বলা হয়। হযরত বারা ইবনে আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: গাদীরে খুমের জায়গায় রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাত্রা বিরতি করেন, একটি গাছের ছায়ায় হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য জায়গা পরিষ্কার করা হলো, সেখানে তিনি যোহরের নামায আদায় করেন, নামাযের পর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِم অর্থাৎ:(হে আমার সাহাবীরা!) তোমরা কি জানো না যে, আমি মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: بَلٰی অর্থাৎ কেন নয় (ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! অবশ্যই আপনি আমাদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বিতীয়বার

ইরশাদ করলেন: اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ তোমরা কি জানো না যে, আমি মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পুনরায় আরজ করলেন: بَلٰی কেনো নয় (ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! অবশ্যই আপনি আমাদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে)। এবার রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসনাইনে কারীমাইনের সম্মানিত পিতা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর হাত তাঁর মুবারক হাতে ধরলেন এবং বললেন: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা। এরপর তিনি দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ হে আল্লাহ পাক! যে আলীকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসো আর যে আলীর প্রতি শত্রুতা রাখে তুমি তার সাথে শত্রুতা রাখো। **(ফাযায়িলে সাহাবা লি ইবনে হাম্বল, ২য় অংশ, ৫৯৬ পৃঃ, হাদিস: ১০১৬)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! হে আশিকানে রাসূল! এই হাদিসে পাকে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ প্রত্যেক মুসলমানের মাওলা। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: وَلِی (অর্থাৎ: মাওলা) এর অর্থ খলিফা নয় বরং এর অর্থ হলো বন্ধু বা সাহায্যকারী। অর্থাৎ: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাণীর উদ্দেশ্য হলো যার যার আমি মাহবুব এবং সাহায্যকারী , আলীও তার তার বন্ধু , মাহবুব এবং সাহায্যকারী।

(মিরাতুল মানাজীহ, খন্ড ৮, ৪১৭ পৃ:)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এর মাধ্যমেও জানা হয়ে গেলো যে, ইয়া আলী আল মদদ বলা একেবারে জায়িয কারণ আমাদের

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল মুসলমানদের মাওলা (অর্থাৎ মাহবুব ও সাহায্যকারী), সুতরাং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রত্যেক মুসলমানদের মাহবুব ও সাহায্যকারী হলন। যেহেতু তিনি আমাদের সাহায্যকারী তবে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কেন নাজায়িয হবে, অতএব কোন বিপদ, পেরেশানী, দুঃখ, বেদনা মুসিবত আসে তখন ইয়া আলী আল মদদ বলে ডাকুন! اِنْ شَآءَ الله মাওলা আলী মুশকিল কুশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অবশ্যই দয়া করবেন এবং সমাধানও করবেন اِنْ شَآءَ الله।

না’দে আলীর বরকত

শাহ মুহাম্মদ গাউস গুয়ালিয়ারি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব জাওয়াহেরে খামসা। এই কিতাবে ওয়াযিফা লিখা হয়েছে, অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব, বড় বড় ওলামায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম এমনকি পাক ভারতের অনেক বড় মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মধ্যে লিখিত ওয়াযিফার অনুমতি দিয়েছেন। সায়্যিদি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও এই কিতাবের প্রশংসা করেছেন। এই কিতাবে না’দে আলী পড়ার প্রতিও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। না’দে আলী হলো نَادِ عَلِيًّا مَّظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ سَيَنْجَلِيْ بِنُبُوَّتِكَ يَا مَحَمَّدُ بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ অনুবাদ: হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ডাকা যেটা আশ্চর্যের বহিঃপ্রকাশ, তাঁকে সকল মুসিবতে স্বীয় সাহায্যকারী হিসেবে পাবে, সকল দুঃখ-দূর্দশা দূর হয়ে যাবে, তাঁর বেলায়তের মাধ্যমে ইয়া আলী! ইয়া আলী! ইয়া আলী।

(জাওয়াহেরে খামসা, অনুবাদক: ২৮২ পৃ:)

ওলামায়ে কেরাম লিখেন: যার কোন বিপদ আপদ, পেরেশানী, অসুস্থতা, দুঃখ দূর্দশা, কোন বড় উদ্দেশ্য আসে, সে যেন না'দে আলী পড়ে, এর বরকতে পেরেশানী, দুঃখ দূর্দশা দূর হয়ে যাবে, সমস্যার সমাধান হবে এবং উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

মনে রাখবেন! না'দে আলী পড়ার সময় بِنَبُوَّتِکَ یَا مَحَمَّدُ এর জায়গায় بِنَبُوَّتِکَ یَارَسُوْلَ اللہ পড়া উচিত। সায়্যিদি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম নিয়ে আহবান করা হারাম । ওলামায়ে কেরাম বলেন: যদি হাদিসে পাকে শিখানো কোন দোয়াতেও یَا مُحَمَّد থাকে তবে সেই জায়গায় یَارَسُوْلَ اللہ পড়া উচিত।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড ৩০, ১৫৭-১৫৮ পৃ:)

হে আশিকানে রাসূল! যদি আপনি নিজে নাদে আলী লিখতে না পারেন অথবা আপনার পড়তে কষ্ট হয় তবে দাওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ আছে: রুহানী চিকিৎসা, যেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখিত উম্মতের দুঃখ দূর করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাবিজাতে আত্তারিয়া দেওয়া হয় * বিপদ আপদ কাটা হয় * অন লাইন ইস্তিখারা করা হয় * এবং রুহানী চিকৎসা করা হয়, সেখান **(মুস্তাদরাক, খন্ড ৪, ১১৮ পৃ:, হাদিস: ৪৭৩৭)** থেকে নাদে আলী সংগ্রহ করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখা ইবাদত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلنَّظۡرُ اِلٰی وَجۡہِ عَلِیٍّ عِبَادَۃٌ আলীর চেহারা দেখা ইবাদত।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ কেমন মহান মর্যাদা। ওলামায়ে কেরাম বলেন,এটা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর বিশেষ মর্যাদা। **(মুস্তাদরাক, খন্ড ৪, ১১৮ পৃঃ, হাদিস: ৪৭৩৭)**

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর মুবারক আমল

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর অভ্যাস ছিল যে, তিনি হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم কে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতেন। একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরজ করলেন, আব্বাজান! আপনি যখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُকে দেখেন তখন অপলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন এর কারণ কী? হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন, হে আমার কন্যা! আমি আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আলীর চেহারা দেখা ইবাদত। **(আল মাজালেছা, খন্ড ৩, ২৬৯ পৃঃ, সংখ্যা: ৩৫৯৬)**

এখন এই ধরনের ইবাদত (হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখা ইবাদত এটা তো) সাহাবায়ে কেরামগন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ করেছেন অথবা সৌভাগ্যবান তাবেয়ীনদের নসীব হয়েছে, আমাদের নসীবে এই সৌভাগ্য কোথায়...! হায়! হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দয়া হয়ে যেত,

স্বপ্নেও যদি তাশরীফ আনতেন আর আমরা গুনাহগারদের দীদারের সুধা পান করা নসীব হয়ে যেত।

(৩) আলীকে ভালোবাসা ঈমানের আলামত

মুসলিম শরীফের হাদিসে পাক এবং এর রাবী (অর্থাৎ হাদিস বর্ণনাকারী) স্বয়ং হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। আমি ওই সত্তার শপথ করছি যিনি দানাকে পাঠেন অর্থাৎ বীজ থেকে গাছ বের করেন। ওই সত্তার শপথ! যিনি রুহকে সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয় রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আমার সাথে ওয়াদা যে, اَنۡ لَّا یُحِبَّنِیۡ اِلَّا مُؤۡمِن وَ اَنۡ لَّا یُبۡغِضَنِیۡ اِلَّا مُنَافِق অর্থাৎ: মুমিন তার অন্তরে আমার ভালোবাসা রাখবে, আর মুনাফিক তার অন্তরে আমার বিদ্বেষ রাখবে। **(মুসলিম, পৃ: ৫০, হাদিস: ৭৮)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এই হাদিসে পাক থেকে জানা গেলো যে, হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন এবং হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা এর প্রতি বিদ্বেষ রাখা! مَعَاذَ اللّٰہ মুনাফেকির চিহ্ন। আল্লামা ইবনে হাজর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন, সাহাবায়ে কেরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এই পদ্ধতি ছিল যে, কারো ঈমানের পরীক্ষা করতে হলে আলীর প্রতি বিদ্বেষের মাধ্যমে পরীক্ষা করতেন, যাকে দেখতন যে, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে, বুঝে যেতেন সে মুনাফিক।

(আসা সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃ:১৫৪)

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর সত্যিকার ভালোবাসা দান করুক। আমাদের বক্ষকে আলীর ভালোবাসার ধনভান্ডার করে দিক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

শুধুমাত্র সত্যিকার ভালোবাসায় প্রকৃত ভালোবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, সেটা হলো হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর প্রতি সব ধরনের ভালোবাসা মুক্তিদানকারী নয়, আলীর ভালোবাসার কিছু ধরন এমনই যেগুলো মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে ধ্বংসকারী, অতঃপর হাদিসে পাকে রয়েছে এবং এই হাদিসে পাকের রাবীও স্বয়ং মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। তিনি বলেন, একদিন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ডেকে বললেন, হে আলী! তোমার মধ্যে (আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাদৃশ্যতা রয়েছে, আর সেটা হলো হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর প্রতি ইহুদীরা বিদ্বেষ রেখেছে, এমনকি তাঁর আম্মাজান (হযরত মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا) এর প্রতি অপবাদ দিয়েছে, এবং হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর প্রতি খ্রিষ্টানরা ভালোবাসা পোষণ করেছে ,তখন তারা তাঁকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, যেটা তাঁর মাঝে ছিল না। এই হাদিসে পাক বর্ণনা করার পর শেরে খোদা হযরত আলীয়ূল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন, হে লোকেরা! শুনে নাও! আমার ব্যাপারে দুই ধরনের লোক ধ্বংস হবে (১) আমার ভালোবাসায় সীমালঙ্গনকারী (সীমা অতিক্রমকারী), আমাকে ওই গুণাবলীতে নিয়ে যাবে যা আমার মাঝে নেই । (২) আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিদ্বেষ তাদেরকে প্ররোচিত করবে যে, তারা যেন আমার উপর অপবাদ দেয়। **(মুস্তাদরাক, খন্ড ৪, ৯১ পৃ:, হাদিস: ৪৬৮০)**

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِএই হাদিসে পাকের ব্যাপারে বলেন: আলীর ভালোবাসা আসল ঈমান । হ্যাঁ, ভালোবাসার মধ্যে নাজায়িয সীমালঙ্ঘন

(অর্থাৎ সীমাতিক্রম করা) খারাপ, তবে আলীর প্রতি বিদ্বেষ মৌলিকভাবে হারাম বরং কুফরী। **(মীরাতুল মানাজীহ, খন্ড ৮, ৪২৪ পৃ:)**

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ওই ভালোবাসা, যেই ভালোবাসা পোষণকারী শরীয়তের সীমারেখাকে ভঙ্গ করে, এই ভালোবাসা মুক্তিদানকারী নয়, আর এই ভালোবাসা ঈমানের আলামত নয় বরং এটাতো ধ্বংসে নিক্ষেপকারী ভালোবাসা, তবে হ্যাঁ, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর ভালোবাসা, ওই ভালোবাসা যেটা শরীয়তের সীমারেখায় থেকে করা যায়, এটা সত্যিকার ভালোবাসা, এই ভালোবাসা মুক্তিদানকারীও এবং এটাই ওই ভালোবাসা যেটাকে ঈমানের আলামত আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এখন মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, হযরত আলীرَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা কোনটি? এর পরিচিতি কী? এই প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসার কিছু দাবী ও আলামত লিখেছেন, সেগুলোর মধ্যে থেকে ২টি হলো।

(১) হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার প্রথম দাবি

হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার প্রথম দাবী বা প্রথম আলামত হলো, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ভালোবাসার পাশাপাশি তাঁর সাথীদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ভালোবাসাও অন্তরে থাকবে, যে বান্দা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার দাবী করে আর সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর সমালোচনা করে, এই ধরনের বান্দা কখনোই হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী হতে

পারে না। দেখুন! হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্বয়ং বলেন, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর সবচেয়ে উত্তম আবু বকর ও ওমর, এরপর বলেন, لَا يَجْتَمِعُ حُبِّيْ وَ بُغْضُ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فِيْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ অর্থাৎ আমার ভালোবাসা আর আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর প্রতি বিদ্বেষ কোন মুমিনের অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।

(মুজামু আউসাত, খন্ড ৩, পৃ:৭৯, হাদিস: ৩৯২০)

জানা গেল! যে ব্যক্তি হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার দাবি করে কিন্তু হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সমালোচনা করে, তার ভালোবাসা সত্যিকার নয়, বরং এই ভালোবাসার দাবি মিথ্যা।

কখনোই পিপাসা না লাগার অনন্য রহস্য

হযরত আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহতাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি হজ্ব করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। হেরেম শরীফে এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, সে পানি পান করে না। আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। আমি তার সাথে সাক্ষাত করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলতে লাগল: আমি হিল্লার অধিবাসী, এক রাতে আমি স্বপ্নে কিয়ামতের হতবাককারী দৃশ্য দেখলাম, এবং নিজেকে তীব্র পিপাসায় কাতর পেলাম, এবং কোনভাবে হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাউজ মুবারক পর্যন্ত পৌছলাম, সেখানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুকে আযম, হযরত উসমানে গণী এবং মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ উপস্থিত ছিলেন আর মানুষদেরকে পানি পান করাচ্ছেন। আমি মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর

খেদমতে উপস্থিত হলাম কারণ তাঁর প্রতি আমার খুব ভালোবাসা ছিল, আমি তাঁকে খুবই ভালোবাসতাম এবং তিন খলিফার চেয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম। কিন্তু এটা কী হলো! তিনি আমার দিক থেকে তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন, যেহেতু পিপাসা খুবই বেশি ছিল, একেক করে তিন খলিফার নিকটেও গেলাম। প্রত্যেকে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এতটুকুতে আমার দৃষ্টি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর উপর পড়ল, তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আমি আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মাওলা আলীرَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُআমাকে পানি পান করাননি বরং তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিয়েছেন। ইরশাদ করলেন, তিনি তোমাকে কিভাবে পানি পান করাবেন! তুমি তো আমার সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখো। এটা শুনে আমার আকীদা ভুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এবং আমি খুবই লজ্জিত হয়ে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মুবারকে সত্যিকার তাওবা করলাম। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এক পেয়ালা দান করলেন, যেটা আমি পান করলাম, এরপর আমার চোখ খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যখন থেকে মুস্তফার পবিত্র হাত থেকে পানি পান করলাম, এর পর থেকে আমার আর কখনোই পিপাসা লাগে না। এই স্বপ্নের পর আমি আমার পরিবার পরিজনকেও তাওবার শিক্ষা দিলাম, তাদের মধ্যে যারা মন্দ আকীদা (অর্থাৎ মাওলা আলীকে তিন খলিফার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে) থেকে তাওবা করে নিয়েছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখলাম, বাকিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।

(মিসবাহুয যুলাম, ৭৪ পৃ:)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো যে, সত্যিকার মুসলমানের পরিচিতি এটাই যে, সে সকল সাহাবায়ে কেরামদের

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সম্মান মর্যাদাকে মন থেকে স্বীকার করবে। যদি কোন ব্যক্তি কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি ভালোবাসা এবং কতিপয়ের প্রতি বিদ্বেষ রাখে তবে সে মারাত্মক ভুলে রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আহলে বাইতে ইজামদের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ও ভক্তি দান করুক। এর উপর অটলতা দান করুক এবং এই ভক্তি ভালোবাসা অবস্থায় সবুজ গম্বুজের নিচে মাহবুবের জলওয়ায় শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর প্রিয়জনদের প্রতিবেশিত্ব দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালোবাসার দ্বিতীয় দাবি

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার একটি আলামত হলো এটাই যে, আমলে তার অনুসরণ করবে এবং তার বিরোধিতা করবে না। **(মিরাতুল মানাজীহ, খন্ড ৮, ৪১৪ পৃ:)**

উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, মানুষ যাকে ভালোবাসে তার কর্মকান্ডও নিজের মধ্যে ধারণ করে, সুতরাং যে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ভালোবাসে সে শুধুমাত্র মুখে দাবি করবে না, জীবন ধারা, কর্মকান্ড ও কথাবার্তায় হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অনুসরণ করবে। উদাহরণস্বরুপ * হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অতুলনীয় আলীমে দ্বীন ছিলেন, তাঁকে বাবুল ইলম বলা হয়, আমাদেরও উচিত যে, আমরা ইলমে দ্বীন শিখি, اِنْ شَآءَ الله শাওয়াল মাসে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি চলবে, জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হোন, আলিম

কোর্স করুন, আলিম হোন, মুফতী হোন, এছাড়া দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে ইসলামী ভাইদের বিভিন্ন সর্ট কোর্স (***Short courses***) করানো হয়, ফরয উলুম কোর্স রয়েছে, এই কোর্সটি করুন। ফয়যানে অনলাইন একাডেমিতে ইলমে দ্বীনের অনেক কোর্স অনলাইনেও করানো হয়, সেখানে ভর্তি হোন, সপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন, সপ্তাহিক পুস্তিকা পড়ুন, তাফসীরে সীরাতুল জিনান পড়ুন, ফয়যানে সুন্নাত ,ফয়যানে নামায ইত্যাদি কিতাব কিনুন,পড়ুন। * হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে সুদৃঢ় ইচ্ছাপোষণকারী ছিলেন, সুতরাং হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার সুধা পানকারীদেরও উচিত যে, দ্বীনের খুব খেদমত করা, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা, দ্বীনের খেদমতের জন্য সদা সর্বদা সুউচ্চ আশা রাখা এবং সর্বোত্তমভাবে দ্বীন ইসলামের খেদমত করতে থাকা। *হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ছিলেন। আমরাও আল্লাহ পাকের ভয় ধারণ করি, কখনো জাহান্নামের কথা কল্পনা করুন, কখনো আযাবের কথা পড়ুন, কখনো কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে আখিরাতের কথা চিন্তা করুন এবং আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত করুন। * হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُনিজের নফসের হিসাব করতেন। * সবার আগে সালাম দিতেন। * পরহেযগারদের সম্মান করতেন। * গরীব মিসকীনদের ভালোবাসতেন, আমাদেরও উচিত আমরাও যেন আমাদের প্রতিদিনের আমল পর্যবেক্ষণ করি, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ নেককার হওয়ার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র অর্থাৎ পুস্তিকা **"নেক আমল"** দান করেছেন। সৌভাগ্য হলে! এই পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন, যদি চান তবে নেক আমল (***Naik Amaal***) নামক মোবাইল এপ্লিকেশন

ইনস্টল করে নিন এবং সেই অনুসারে নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ তথা হিসাব-নিকাশ করার অভ্যাস গড়ুন। * গরীবদেরকেও ভালোবাসুন। * ওলামায়ে কেরাম ও নেককার লোকদেরকেও সম্মান করুন।

হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর পবিত্র জীবনের এই সর্বোত্তম গুণাবলীগুলো ধারণ করি اِنْ شَآءَ الله মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ভালোবাসাও নসীব হবে। এতে সমৃদ্ধিও হবে আর এই ভালোবাসা আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে নাজাতের মাধ্যমও হয়ে যাবে।

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক ইজতিমা

হে আশিকানে রাসূল! নিজের জীবনকে উদ্দেশ্যময় করার জন্য, আল্লাহ ভীতি ও ইশকে রাসূলের নেয়ামত পেতে, নেকী করতে এবং ঈমান হেফাযতের মানসিকতা তৈরী করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এবং যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজে খুব আগ্রহভরে অংশ নিন اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ায় অনেক বরকত নসীব হবে। যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে থেকে একটি দ্বীনি কাজ হলো সপ্তাহিক ইজিতিমা। আসুন! সপ্তাহিক ইজতিমায় ধারাবাহিকতার সাথে অংশগ্রহণের মানসিকতা পাওয়ার জন্য একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে শেষের দিকে নিয়ে গিয়ে রোযা প্রসঙ্গে কিছু মাদানী ফুল বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

* পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায় যদি রোযাদার হওয়ার কথা স্মরন থাকে । * হুক্কা, চিনি, সিগারেট ইত্যাদি পান করার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়, যদিও নিজের ধারণায় কণ্ঠনালি পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছেনি। * পান কিংবা নিছক তামাক খেলে রোযা ভেঙ্গে যায় যদিও সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ কণ্ঠনালিতে সেগুলোর হালকা অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে। * চিনি ইত্যাদি এমন জিনিস, যা মুখে রাখলে গলে যায়, মুখে রাখল আর থুথু গিলে ফেলল এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে। * দাঁতগুলোর মধ্যভাগে কোন জিনিস ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল। তা খেয়ে ফেলল। কিংবা কম ছিল, কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেলল। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। * দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কণ্ঠনালির নিচে নেমে গেলো। আর রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিল, কিন্তু সেটার স্বাদ কণ্ঠে অনুভূত হলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিল আর স্বাদও কণ্ঠে অনুভূত হয়নি, তাহলে এমতাস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে না।

ঘোষণা

রোযা ভঙ্গের অবশিষ্ট কারণসমূহ তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

রোযা ভঙ্গের অবশিষ্ট কারণসমূহ

* কুলি করছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কণ্ঠনালি বেয়ে নিচে নেমে গেল। কিংবা নাকে পানি দিল কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেল তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। রোযাদার হবার কথা ভুলে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না । যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করল, আর তা তার কণ্ঠে পৌঁছে গেল, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। * ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করল বা কিছু খেয়ে ফেলল, অথবা মুখ খোলা ছিল পানির ফোটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কণ্ঠে চলে গেল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। * অন্য কারো থুথু গিলে ফেলল। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেলল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। * মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেল। তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেলল রোযা ভঙ্গ হবে। * চোখের পানি মুখের ভিতর চলে গেল আর সেটা গিলে ফেলল, যদি দুই এক ফোটা হয় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি বেশি হয় যার ফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভূত হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, ঘামেরও একই বিধান ।

শবে কদরের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে “ শবে কদরের” দোয়া মুখস্ত করানো হবে, সেই দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

অনুবাদ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, দয়াময় এবং ক্ষমা করাকে পছন্দ করো, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ:২১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد